Ray Bradbury

মঙ্গল গ্রহের ডায়েরি

The Martian Chronicles

রে ব্র্যাডবেরি

ভাষান্তর : যশোধরা রায়চৌধুরী

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

সূচি

জানুয়ারি ১৯৯৯, রকেট গ্রীষ্ম ◉ ১৩
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, ইলা ◉ ১৫
আগস্ট ১৯৯৯, গ্রীষ্মরাত ◉ ৩৩
আগস্ট ১৯৯৯, পার্থিব ◉ ৩৬
মার্চ ২০০০, করদাতা ◉ ৫৯
এপ্রিল ২০০০, তৃতীয় অভিযান ◉ ৬১
জুন ২০০১, এবং চাঁদের আলো এরকমই উজ্জ্বল দেখাবে ◉ ৮৬
আগস্ট ২০০১, ঔপনিবেশিকেরা ◉ ১২৪
ডিসেম্বর ২০০১, সবুজ সকাল ◉ ১২৬
ফেব্রুয়ারি ২০০২, পঙ্গপালের দল ◉ ১৩৪
আগস্ট ২০০২, রাত্রির অভিসার ◉ ১৩৬
অক্টোবর ২০০২, তট ◉ ১৪৯
ফেব্রুয়ারি ২০০৩, মধ্যবর্তী ◉ ১৫১
এপ্রিল ২০০৩, অর্কেস্ট্রা পার্টি ◉ ১৫২
জুন ২০০৩, আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে ◉ ১৫৫
২০০৪-০৫, নামকরণ ◉ ১৭৬
এপ্রিল ২০০৫, আষাঢ়ে বাড়ি ২ ◉ ১৭৮
আগস্ট ২০০৫, বৃদ্ধেরা ◉ ২০১
সেপ্টেম্বর ২০০৫, মঙ্গলগ্রহী ◉ ২০২
নভেম্বর ২০০৫, স্যুটকেসের দোকান ◉ ২২১
নভেম্বর ২০০৫, অফ সিজন ◉ ২২৪
নভেম্বর ২০০৫, পর্যবেক্ষণকারী ◉ ২৪২
ডিসেম্বর ২০০৫, ঘুমন্ত নগরী ◉ ২৪৫
এপ্রিল ২০২৬, দীর্ঘ বিরহ ◉ ২৬১
আগস্ট ২০২৬, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হবে ◉ ২৭৭
অক্টোবর ২০২৬, হাজার বছরের পিকনিক ◉ ২৮৭

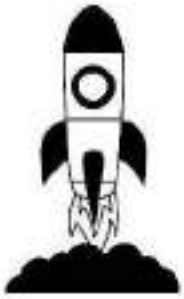

জানুয়ারি ১৯৯৯, রকেট গ্রীষ্ম

(January 1999: ROCKET SUMMER)

এই তো, একটু আগেই ওহায়োতে শীতের সব লক্ষণ একেবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দরজাগুলো বন্ধ করে, জানালাগুলো এঁটে, জানালার কাচে হিম-জমাট অন্ধকার সেঁটে, ছাতে ছাতে তুষারের ঝালর ঝুলিয়ে, গোটা এলাকা শীতের প্রকোপে জবুথবু। বাচ্চারা ঢালু জমিতে স্কি নিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল। গিন্নিরা ফারকোট পরে কালো বিশাল ভল্লুকের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল বরফ-জমাট রাস্তাঘাটে।

তারপর একটা উষ্ণতার দীর্ঘ ঢেউ ছোট্ট শহরটার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। বন্যার মতো। গরম হাওয়ার সমুদ্র যেন। যেন কেউ একটা পাউরুটির কারখানার দরজা খুলে রেখে দিয়েছে মনে হচ্ছিল। কোঠাবাড়িগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে, গাছপালার মধ্যে দিয়ে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে দিয়ে উষ্ণতাটা ছড়িয়ে যেতে লাগল। তুষার ঝালরগুলো টুপটাপ খসে পড়ছিল... মাটিতে পড়ে গলে যাচ্ছিল। দরজাগুলো খুলে যাচ্ছিল। জানালার খড়খড়িগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। বাচ্চারা উলের জামার ভেতর থেকে হাঁচোড়পাঁচোড় করে বেরিয়ে আসছিল। গিন্নিরা ভল্লুকবেশ ছেড়ে দিচ্ছিল। তুষার গলে গেল, গত গ্রীষ্মের প্রাচীন সবুজ ঘাস বেরিয়ে পড়ল। রকেট গ্রীষ্ম! শব্দটা লোকজনের মধ্যে ফিশফিশিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সবাই খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরদোরে হাওয়া লাগাচ্ছে। রকেট গ্রীষ্ম। উষ্ণ মরুভূমির হাওয়া জানালায় হিমের তৈরি করা আলপনা মুছে দিচ্ছিল। স্কি আর স্লেজগুলো হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় বোধ হতে লাগল। ঠান্ডা আকাশ থেকে, শহরের ওপর নেমে-

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, ইলা

(February 1999; YLLA)

মঙ্গল গ্রহের ওপরে স্ফটিকের স্তম্ভে তৈরি বাড়ি ছিল ওদের। একটা শূন্য সমুদ্রের কিনারে বাড়িটা। প্রতি সকালে শ্রীমতী ক-কে ক্রিস্টালের দেওয়ালের ওপর গজানো সোনালি ফল পেড়ে পেড়ে খেতে দেখা যেত। অথবা একমুঠো চৌম্বক ধুলো দিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে দেখা যেত। ময়লাকে টেনে নিয়ে চৌম্বক ধুলো বাতাসে উড়ে হাপিস হয়ে যেত। বিকেলে, যখন জীবাশ্মসমুদ্রটি গরম ও স্থির, মদস্রাবী গাছেরা উঠোনে কাঠখোট্টা হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটু দূরে মঙ্গল গ্রহের মূল ধবধবে সাদা শহরটাও যেন চারদিক থেকে কুলুপ এঁটে বন্ধ, কেউ ঘরের বাইরে পা রাখছে না, তখন শ্রী ক-কে দেখা যেত নিজের ঘরে, ধাতব এক বই পড়ছেন। বইটিতে উঁচু উঁচু ছবির মতো অক্ষরের ওপর হাত বোলাচ্ছেন শ্রী ক। আলতো আঙুলের ছোঁয়া দিলেই একটা কণ্ঠ গেয়ে ওঠে, নরম প্রাচীন এক কণ্ঠ, গল্প বলে, সেই সময়ের গল্প যখন সমুদ্রটা লাল বাষ্পে পূর্ণ হয়ে এসে আছড়ে পড়ত তীরে, আর মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দারা, প্রাচীন সব লোক যুদ্ধে যেত ধাতব পোকামাকড় আর বিজলি মাকড়সার ঝাঁক নিয়ে।

বছর বিশেক হয়ে গেল, শ্রী ও শ্রীমতী ক মৃত সমুদ্রটার ধারে থাকেন। তাঁদের পূর্বপুরুষেরাও ওই একই বাড়িতে থেকেছেন। বাড়িটা ঘূর্ণি-বাড়ি। সূর্যমুখীর মতো সূর্যের গতিপথ অনুসরণ করে করে ঘুরে যায়। দশ শতাব্দী ধরে। শ্রী ও শ্রীমতী ক-র বয়স বেশি হয়নি। সত্যিকার মঙ্গলবাসীর মতো তাঁদের চামড়ার রং বাদামি, ফরসার দিকেই। হলুদ হলুদ চাকতির মতো চোখ। আর সুরেলা নরম গলা। একদা

আগস্ট ১৯৯৯, গ্রীষ্মরাত

(August 1999: THE SUMMER NIGHT)

পাথরের ধাপের ওপর জড়ো হয়েছে সবাই। নীল পাহাড়ের গায়ে থোকা থোকা মানুষ ছায়ার মতো জড়ো হয়েছে যেন। মঙ্গলের ডবল চাঁদের ঝকঝকে আলো, আর তারাদের নীল দ্যুতি মিলিয়ে নরম এক সন্ধে নেমেছে ওদের ওপরে। মর্মরের অ্যাম্ফিথিয়েটারের ওপারে দূরত্বে, অন্ধকারে ছোট ছোট শহর ও ভিলারা রয়েছে। রয়েছে রুপোলি সব হ্রদ, স্থির জলের। দিক্‌চক্রবাল অব্দি বিস্তৃত রুপোলি খালেরা। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যা এটি। শান্ত আর নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর মঙ্গল গ্রহের একটি বিনম্র সন্ধ্যা। সবুজ সবুজ খালের জল যেন মদ! তাইতে নৌকারা ভাসমান, যেন পেতলের ফুল। পাহাড়ের গায়ে ঘুমন্ত সাপের মতো বিছিয়ে আছে দীর্ঘ অনন্ত সারিতে ছোট ছোট বাড়ি। প্রেমিকেরা সেসব বাড়ির শীতল রাত্রিশয্যায় অলসভাবে শুয়ে শুয়ে বিশ্রম্ভালাপ করছে। একটা-দুটো বাচ্চা দৌড়ে বেড়াচ্ছে শুতে যাবার আগে, মশাল-জ্বালা গলিপথে। তাদের হাতের সোনালি মাকড়সারা বুনছে আর ছড়িয়ে দিচ্ছে পাতলা জাল। এখানে-সেখানে দেরিতে খাবার রান্না হচ্ছে। টেবিলে লাভার আগুন রুপোলি আভায় হিসিয়ে উঠছে। আবার চুপ হয়ে যাচ্ছে। একশোটা শহরের অ্যাম্ফিথিয়েটারে, বাদামি শরীরের, সোনালি বোতামের মতো চোখের মঙ্গলগ্রহী প্রাণীরা ছুটির মেজাজে জমায়েত হয়েছে, মঙ্গলের রাত্রি-গোলার্ধে। তাদের মনোযোগ মঞ্চের দিকে। সেখানে সংগীতকারেরা মৃদু ও সুন্দর সংগীত রচনা করছে, যেন ফুল ছুড়ে দিচ্ছে তার সুগন্ধ স্তব্ধ বাতাসে।

মঞ্চে এক মহিলা গাইছেন।

আগস্ট ১৯৯৯, পার্থিব

(August 1999: THE EARTH MEN)

কে যেন টানা দরজায় করাঘাত করেই চলেছে।

শ্রীমতী টিট্টি দরজাটা হাট করে খুলে দিলেন। হ্যাঁ, কাকে চাইছেন?

আরে! আপনি তো ইংরেজি বলেন দেখছি! দরজায় দাঁড়ানো লোকটি হতবাক।

আমি যা বলি, তা-ই বলি।

ওরে বাবা, দারুণ ইংরেজি বলছেন তো! লোকটি একটা উর্দি পরে আছে। তার সঙ্গে তিনজন আছে। তাদের খুব যেন তাড়া। সবাই হাসছে। প্রত্যেকেই বেশ ধূলিধূসরিত।

চাইছেন কী আপনারা? টিট্টি আবার প্রশ্ন করলেন।

আপনি মঙ্গলের প্রাণী! লোকটি হাসল। শব্দটা বোধহয় আপনার চেনা না। এটা আমরা পৃথিবীর লোকেরা বলি। পার্থিবরা।

বলে নিজের সঙ্গীদের দিকে ঈষৎ ইঙ্গিত করল সে। তারপর বলল, আমরা পৃথিবী থেকে এসেছি। আমি ক্যাপটেন উইলিয়াম্‌স। ঘন্টাখানেক আগে মঙ্গলে অবতরণ করেছি। তো, এই হচ্ছে ব্যাপার। আমরা পৃথিবীর দ্বিতীয় অভিযানের অংশ। প্রথম অভিযান একটা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁদের কী হল, সেটা আমাদের জানা নেই। যা-ই হোক, আপাতত আমরা এখানে! আপনিই আমাদের দেখা প্রথম মঙ্গলের জীব।

মঙ্গলের জীব? তার ভ্রূপল্লবে কাঁপন দেখা দিল।

মানে বলতে চাইছি, সূর্য থেকে চতুর্থ গ্রহ মঙ্গলে আপনাদের বাস। তা-ই নয়

মার্চ ২০০০, করদাতা

(March 2000: THE TAX PAYER)

রকেটে চেপে মঙ্গলে যেতে চেয়েছিলেন উনি। রকেট-ময়দানে গিয়ে হামলে পড়লেন একেবারে ভোর ভোর উঠেই। তারের জালের মধ্যে মুখ ঠেকিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। উর্দি-পরা কিছু লোককে ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন, মঙ্গলে যেতে চান। বললেন, তিনি একজন করদাতা। তাঁর নাম প্রিচার্ড। আর সব করদাতার মতো তাঁরও হক আছে মঙ্গলে যাওয়ার। কেন, তিনি বুঝি ওহায়োতে জন্মাননি? কেন তিনি বুঝি সুনাগরিক নন? কেন তাহলে তাঁকে মঙ্গলে যাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে?

ওদের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত বারবার ঝাঁকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, পৃথিবী থেকে পরিত্রাণ পাবার বাসনা তাঁর আছে, যে-কোনও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই তো পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাসনা এখন। দু-বছরের মাথায় নাকি বিশাল একখানা পারমাণবিক যুদ্ধ আসছে। ওটা যখন হবে, তখন তিনি হারগিস এখানে থাকতে চান না। ওঁর মতো আরও হাজার হাজার লোকই, যদি ঘটে বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকে, যেতে চাইবে ভিন গ্রহে। দেখ জিজ্ঞেস করে, যেতে চায় কি চায় না? এত্তসব সেন্সরশিপের কাঁচি। নিষেধাজ্ঞা, যুদ্ধ, রাষ্ট্রের মুঠোয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, সেনাতালিকায় বাধ্যতামূলক নাম লেখানো, তারপর বিজ্ঞান হোক, শিল্প হোক, সবেতেই র‍্যাশনিং আর বিধিনিষেধের ঘটা হেনতেন তো আছেই। আরে তোমাদের অত ভালোবাসা তো তোমরাই থাকো-না বাপু পৃথিবীতে। আমি তো যাবই মঙ্গলে। আমার ডান হাত, আমার হৃৎপিণ্ড, আমার মাথাটা পণ রাখতে